ডাবের হাটে লোকটা

আখশিকড়ে বসে একটা হাটুরে লোক ডাব কিনে খায়
ভাঙাহাটে বেলাশেষে লক্ষ করে মানুষের চলাচল গতি--
ক্রমশ দিঘির পাড়ে নারিকেল বৃক্ষ দেখে আনমনে কিছুক্ষণ ভাবে
তারপর হেসে বলে, কান্ডদ্যাখো! মালিকের ওই খোশবাগে
টুলু পাম্প নেই! তবু অত উঁচু গাছের ওপরে কচিডাবে
কীভাবে উঠছে পানি? আল্লা জানে! আর এই নেয়াপাতি ডাবের মালায়
কেমন নরম টি, মিঠেশাঁস মুখে নিতে কী আনন্দ লাগে---
এ জিনিস কে বানাবে? এ বড় আজব কলে শক্ত কেরামতি!
শাঁসেজলে এত মধু চুপি চুপি কে ঢেলেছে বেহেস্তের ভালবাসা দিয়ে?
দ্যাখো তার বুদ্ধি কত --- হিজিবিজি কী কোশলে দুনিয়া চালায়---

সন্দেহপ্রবণ এক শ্রোতা ছিল -- সবিস্ময়ে এদিকে তাকিয়ে
সে এবার প্রশ্ন করে--- আচ্ছা মামু, তুমি কি বৈরাগী হয়ে যাবে?
ডাব খেয়ে উঠে এসে লোকটা ধরেছে তাকে, কবেকার তিন টাকা পায়
সেই নিয়ে তর্ক বাধে, আল্লা - খোদা আপাতত দূরে চলে যায়!

শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়